তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৪৮

**আগামী পহেলা বৈশাখ থেকে ভূমি মালিকদের স্মার্ট কার্ড ইস্যু করা হবে**

 **--- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, আগামী পহেলা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল ২০২৩) থেকে দেশব্যাপী ম্যানুয়াল ভূমি উন্নয়ন কর গ্রহণ বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর থেকে কেবল অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর গ্রহণ করা হবে। অনলাইনে কর দেওয়ার পর অনলাইনেই কিউআর কোড সমৃদ্ধ দাখিলা (রশিদ) সংগ্রহ করতে পারবেন ভূমি উন্নয়ন করদাতা। ফলে ক্যাশলেস ই-নামজারির মতো সারা দেশে ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা চালু হবে।

 আজ সচিবালয়ে গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সচিবালয় বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ) আয়োজিত ‘বিএসআরএফ সংলাপে’ এক প্রশ্নের জবাবে ভূমিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। বিএসআরএফ সভাপতি তপন বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক মাসউদুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 ভূমিমন্ত্রী আরো বলেন, কোনো জমির মালিকানার প্রমাণক হিসেবে ‘সার্টিফিকেট অভ্ ল্যান্ড ওনারশিপ’ তথা সিএলও নামক একটি মাত্র দলিল ইস্যু করা হবে। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী জমির মালিকের তথ্য, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের তথ্যসহ সামগ্রিক তথ্যাদি এবং ভূমির অবস্থানগত তথ্য যেমন জিও লোকেশনসহ জমির মৌজা ম্যাপের তথ্য এই একটি দলিলের সাহায্যে নিশ্চিত করা যাবে। মালিকানা প্রমাণের জন্য আলাদা আলাদা কয়েক ধরনের দলিলাদি যেমন ডিড রেজিস্ট্রেশন, খতিয়ান কিংবা মৌজা ম্যাপ বহনের প্রয়োজন হবে না - এতে সাধারণ মানুষের ঝামেলা বহুলাংশে কমে যাবে। একই সাথে ভূমির মালিকদের জন্য স্মার্ট কার্ডও ইস্যু করা হবে যেখানে কার্ড বাহকের মালিকানাধীন জমির তথ্যের ডিজিটাল সংস্করণ থাকবে এবং সকল সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী সেসব জমির পূর্বতন সকল তথ্যও এতে থাকবে।

 সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার’ এবং ‘ভূমি ব্যবহার ও মালিকানা স্বত্ব’ আইনের খসড়া এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যেন এর আইনি প্রয়োগ ভূতাপেক্ষভাবে সর্বশেষ জরিপ পর্যন্ত কার্যকর হয়। অসাধু কার্যক্রম চালানোর জন্য অনেক ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও জানান তিনি।

 বিএসআরএফ’র সহ-সভাপতি মোতাহের হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন; তিনি তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে ভূমি সেবা গ্রহণে নিজ সন্তোষজনক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। সংলাপে বাংলাদেশ সচিবালয় বিটে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাহিয়ান/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৯৪৭

**বাংলাদেশ আজ মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত**

 **--স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্ব, সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা আর সকলের অংশগ্রহণে বিশ্বে বাংলাদেশ আজ মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আয়োজিত ‘মহান বিজয়
দিবস-২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন ৷

  মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে৷ ২০৪১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত হবে বলেও জানান তিনি।

 পাকিস্তান, ভারত, নেপালসহ পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেশি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষিসহ সকল খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জানান, পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ওই অঞ্চলে অনেক শিল্প-কলকারখানা সৃষ্টি হচ্ছে ৷ সারা দেশে অর্থনৈতিক জোন করা হচ্ছে। এসব চালু হলে তৈরি হবে লাখ লাখ কর্মসংস্থান। বদলে যাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। দেশ পৌঁছে যাবে লক্ষ্যে।

  অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইবরাহিম এবং সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন। এ সময় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

  এর আগে মোঃ তাজুল ইসলাম স্থানীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় মেলার উদ্বোধন করে স্টল পরিদর্শন করেন।

#

রুবেল/এনায়েত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৪৬

**বাংলাদেশে তৈরি বাইসাইকেল এখন ইউরোপের দেলগুলোতে জনপ্রয়ি**

 **--- বাণিজ্যমন্ত্রী**

রংপুর, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশ এগেিয় চলছে। দেশে একের পর এক দেশি-বিদেশি কলকারখানা গড়ে উঠছে। দেশে এখন আর্ন্তজাতিক মানের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। তৈরিপোশাকের পাশাপাশি আইসিটি, চামড়া, পাট, প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির ওপর বিশেষ গুরুত্বদেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের লাইট ইঞ্জনিয়ারিং পণ্য বাইসাইকেল ইউরোপীয়ন ইউনয়িনসহ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে বেশ জনপ্রিয়। এ সেক্টরের গুরুত্ব অনেক বেরে গেছে।

 মন্ত্রী আজ রংপুর জেলার গঙ্গাচরা উপজেলায় আরএফএল গ্রুপের বাইসাইকেল ফ্যাক্টরি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। যে গতিতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সে গতি অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নতদেশে পরিণত হবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ দেশে মানুষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে এ গ্রুপের পণ্য বেশ জনপ্রিয়। দেশের র্অথনীতি মজবুত করতে এ গ্রুপ অবদান রাখছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ গ্রুপের কলকারখানা গড়ে তুলেছে, সে কারণে মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা র্অজন করা যাচ্ছে।

 প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী আহসান খান চৌধুরীর সভাপতিতে¦ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ রংপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, রংপুর রেঞ্জের উপ-মহাপুলিশ পরির্দশক মোহা. আবদুল আলীম মাহমুদ, এফবিসিসিআইয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, রংপুরের জেলা প্রশাসক ড. চিত্রলেখা নাজনিন, রংপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ ফেরদৌস আলী চৌধুরী এবং আরএফএল গ্রুপের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক আরএন পাল।

 উল্লেখ্য, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ রংপুর জেলার গঙ্গাচরা উপজেলায় ৭০ হাজার র্বগফুট কারখানায় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি টাকা। এটি প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের দ্বিতীয় বাইসাইকেল ফ্যাক্টরি। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপে উৎপাদিত বাইসাইকেল র্বতমানে ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, ডেনর্মাক, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়ামসহ ১৫টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ২০১৪ সালে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ হবগিঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জে প্রথম বাইসাইকেল ফ্যাক্টরি চালু করে।

 এর আগে মন্ত্রী রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার ৫ নং বালাপারা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডি করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) এর মাধ্যমে দেশের এক কোটি নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ভরতুকি মূল্যে চিনি, মশুরডাল এবং সয়াবিন তেল এর মাসিক বিক্রয় র্কাযক্রমের উদ্বোধন করেন।

 মন্ত্রী পরে কাউনিয়া উপজেলার সরকারি র্কমর্কতাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কাউনিয়া উপজেলা শাখা ও কাউনিয়া কলেজ ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান করনে।

#

বকসী/সিরাজ/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৪৫

**পাট ও চিংড়ি শিল্পের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা**

**কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে সরকার**

 **--- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, খুলনা অঞ্চলের পাট ও চিংড়ি শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে সরকার।

 আজ খুলনায় শ্রম ভবন প্রাঙ্গণে নবনির্মিত জাতির পিতার ম্যুরাল ÔBangabandhu Statesman of the centuryÕ উদ্বোধন এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুস্থ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এবং সংসদ সদস্য শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল বক্তৃতা করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারির সময় রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে ৯ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জার্মান ফেডারেল সরকার ১৫শ’ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে। তিনি বলেন, এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে শ্রম মন্ত্রণালয় সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা -২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে রপ্তানিমুখী শিল্পের হাজার হাজার দুস্থ শ্রমিক উপকৃত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিসেম্বর বাঙালির একদিকে আনন্দের, অন্য দিকে শোকের। পাকিস্তানি সৈন্যরা স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর-আল শামস বাহিনীর সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সারা দেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে এক কোটি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারত, ভুটান ও রাশিয়া আমাদের সহযোগিতার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে তিনি এ যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। আজ জাতির পিতার দেখানো পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জনগণের উন্নত সমৃদ্ধ জীবনমান উপহার দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

 শ্রম দপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পুলিশ কমিশনার মোঃ মাসুদুর রহমান ভূঞা, জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফীন ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমডিএ বাবুল রানা, খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি এসএম নজরুল ইসলাম, ঢাকা শ্রম দপ্তরের পরিচালক আবু আশরীফ মাহমুদ, মহানগর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রণজিৎ কুমার ঘোষ ও সাংবাদিক মল্লিক সুধাংশু বক্তৃতা করেন।

#

আকতারুল/সিরাজ/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৪৪

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাসী**

 **--আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুষম উণ্ণয়নের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাতির জন্য প্রশিক্ষিত ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ যুব সমাজ উপহার দিতে প্রতিটি বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়াস্থ সেরালে উপজেলার বিভিন্ন যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এসময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

‌ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে যুব সমাজকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করেন। তিনি বলেন, যুব সমাজই যুগে যুগে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে সাহসী ভূমিকা রেখে থাকে । তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাসী। বর্তমান সরকার বরিশালসহ দেশব্যাপী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে।

‌ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ স্থানীয় যুব সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদেরকে স্বনির্ভরতা অর্জনে উদ্যেগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি উপজেলার যুব সংগঠনগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৬৪৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৪৩

**‘মায়ের কান্না’র স্মারকটি নিলেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 বিনাবিচারে নিহতদের স্বজনদের সংগঠন ‘মায়ের কান্না’র স্মারকলিপিটি নিজে অথবা তার অধিন কর্মকর্তারা গ্রহণ করলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতেন বলেছেন তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ক্যাবল অপারেটরস এসোসিয়েশন অভ বাংলাদেশ (কোয়াব) এর সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মন্তী এসব কথা বলেন। ১৬ বছর পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোয়াবের নবনির্বাচিত সভাপতি এ বি এম সাইফুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোশাররফ আলী এ সময় বক্তব্য রাখেন। সহ-সভাপতি রাশেদুল রহমান মালিক এবং আল আমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মামুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান নাসিম, অর্থ সম্পাদক সেলিম সারওয়ার, সদস্য ফরিদউদ্দিন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ সভায় যোগ দেন।

 ড. হাছান বলেন, ‘গতকাল ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের দিন ‘মায়ের ডাকে’র যারা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছেন, তারা আসলে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বিতর্কিত করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে এভাবে বিতর্কিত করা তাদের সমীচীন হয়নি এবং তিনি সেখানে গেছেন সেটি শুনে ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান বিনাবিচারে এবং ক্যাঙ্গারু কোর্টের মাধ্যমে বিচার ছাড়াই মুক্তিযোদ্ধাসহ যাদের ফাঁসি দিয়েছিল তাদের সন্তান-পরিজনদের সংগঠন ‘মায়ের কান্না’র জনা পঞ্চাশ মানুষ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য সমবেত হয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, তারা স্মারকলিপি দেওয়ার সুযোগ করে দেননি এবং সমবেতরা কথাও বলতে পারেননি। আমি মনে করি, মার্কিন রাষ্ট্রদূত যদি তাদের স্মারকলিপি নিতেন এবং তাদের দু’টি কথা শুনতেন তাহলে তারা সেখানে যাওয়া নিয়ে আজকে যে প্রচণ্ড সমালোচনা হচ্ছে সেটি হতো না।’

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রথমত সেদিন ছিল শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা হয়েছিল। যে জাতি স্বাধীন হতে যাচ্ছে, সে জাতিকে পঙ্গু করার লক্ষ্যেই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল। বুদ্ধিজীবী দিবসগুলোতে নানা অনুষ্ঠান থাকে, দেশের সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সবাই শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে গিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। অনেক সময় বিদেশি রাষ্ট্রদূতরাও সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। সেই দিনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে গেলে অনেক ভালো হতো এবং স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে বাঙালি জাতির যে কষ্ট, ত্যাগ, বুদ্ধিজীবীদের আত্মদান সেটির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হতো।’

 ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের দিনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ‘মায়ের ডাক’ নামে সংগঠনের কো-অর্ডিনেটরের বাসায় যাওয়ার পরামর্শ কে দিয়েছে আমি জানি না, তবে যারাই পরামর্শ দিয়েছে তারা সঠিক পরামর্শ দেয়নি’ উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘তার নিজেরও দিবসটার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার ছিল। এছাড়া তিনি যে সেখানে যাবেন সেটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানে না, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেটিই বলেছেন। আর তিনি যাদের কাছে গেছেন তারা অর্থাৎ ‘মায়ের ডাক’ হচ্ছে সেই সংগঠন যারা গুমের অভিযোগ করছে। কিন্তু যারা গুম হয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে তাদের অনেককেই আবার খুঁজে পাওয়া গেছে, অনেকেই খুনের ও মাদক চোরাচালানের মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত-সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি যাদেরকে বিএনপি গুম হয়েছে বলে বেড়াচ্ছে।’

চলমান পাতা - ২

--- ২ ---

 আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘আমরা যারা রাজনীতি করি, তাদের সামনে রাস্তায় যখন দশটা মানুষ দাঁড়ায়, আমাদের গাড়ি দাঁড়ায়। আমাদেরও নিরাপত্তাকর্মী থাকে, আমাদেরও নিরাপত্তার প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে। আমি জীবনে কয়েক দফা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মানুষ যখন কোনো জায়গায় কথা বলার জন্য দাঁড়ায় তখন আমাদের চলন্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। এখানে গাড়ি চলন্ত ছিল না, তিনি যখন ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন তখন তাকে স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছিল। অন্তত স্মারকলিপিটা যদি তার স্টাফের মাধ্যমেও নেওয়া হতো তাহলে আজকের সমালোচনাটা হতো না।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ঘনিষ্ঠ উন্নয়ন সহযোগী, আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত উষ্ণ এবং আমি মনে করি এই ঘটনা আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। তবে যারা এই কাজটি করেছেন এবং করার চেষ্টা করেন তাদের এ থেকে বিরত থাকা উচিত। মার্কিন রাষ্ট্রদূতকেও আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো, কেউ যদি এ ধরনের ভুল পরামর্শ দিয়ে তাকে একপেশে করার অপচেষ্টা চালায়, সেটির ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য।’

 ক্ষমতায় যেতে পারলে বিএনপি কি কি করবে এ নিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি যদি ক্ষমতায় যায় তারা কি করবেন সে নিয়ে তারা বলতেই পারেন, এটি বলা কোনো অপরাধ নয়। তবে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে আর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেবে না। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যারা মানুষের ওপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে, মানুষকে জিম্মি করে রাজনীতি করে, তাদের ডাকে তো মানুষ সাড়া দেয়নি এবং দেবেও না। তারা তো ১০ তারিখেই সরকার পতন ঘটাতে চেয়েছিল, কিন্তু সরকার পতন ঘটাতে এসে তারা নিজেদের পতন ঘটিয়ে চলে গেছে।’

 কোয়াবের নবনির্বাচিত কমিটিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর অভিনন্দন

 এর আগে কোয়াবের নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানান তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী। তিনি বলেন, আপনাদের সাথে আমাদের মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে কারণ আপনারা আমাদের কাজের সহযোগী। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো কোয়াবের সদস্যরাই সারাদেশে ক্যাবলের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। ক্যাবল নেটওয়ার্ক ডিজিটালাইজ করার জন্য আমরা কাজ করছি এবং আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আশা করছি খুব সহসাই এ বিষয়ে আইনি জটিলতা কেটে যাবে এবং ক্যাবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে।

 কোয়াব নেতৃবৃন্দ উত্থাপিত দাবির প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বলেন, ‘ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা অননুমোদিতভাবে টেলিভিশন চ্যানেল প্রদর্শন করছে -এ বিষয়টি আগেও শুনেছি। যেহেতু আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ পেলাম, দ্রুত তদন্ত করে বেআইনিভাবে যদি কোনো কিছু করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

 কোয়াব সভাপতি এ বি এম সাইফুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোশাররফ আলী মন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, সম্প্রচারমন্ত্রীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণেই তাদের বহু আকাক্সিক্ষত নির্বাচন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

#

আকরাম/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৪২

**নদী রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো আপোশ নেই**

 **--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নদীরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন তারমধ্যে ‘টাস্কফোর্স’ অন্যতম। নদীরক্ষায় সরকার সতর্ক আছে। নদী তীর দখল ও দূষণরোধে কাজ করছে। দূষণের ক্ষেত্রে দূষণকারীদের বিরুদ্ধে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিবে। অনেক শিল্প কারখানায় ইটিপি আছে কিন্তু সেগুলোর সঠিক ব্যবহার হয় না। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদী রক্ষায় কাজ করছে।

আজ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ‘‘দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, সুপারিশ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য গঠিত ‘টাস্কফোর্স’ এর ৪র্থ বৈঠকে’’ এসব তথ্য জানানো হয়। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ও পরিবেশ রক্ষায় সরকার সচেষ্ট রয়েছে। নদী রক্ষায় নৌপরিবহন; পানিসম্পদ; স্থানীয় সরকার; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টরা কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন যার যার অবস্থান থেকেও কাজ করেছে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে কিছুটা সমস্যা হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবকিছু স্বাভাবিক রাখতে পেরেছেন। নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকারের সময়ে ৮০টি ড্রেজার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫০টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ি ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের কাজ চলমান রয়েছে।

সভায় জানানো হয়, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে ‘সীমানা পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, ওয়াকওয়ে, জেটিসহ আনুষাঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের অবৈধ দখল ও দূষণরোধে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ২০১০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ২২ হাজার ৫৩৯টি স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ৮৪১ দশমিক ৪৯ একর তীরভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখিত এলাকায় ভরাটকৃত ২ লক্ষ ঘনমিটার বালু/মাটি/রাবিশ এবং ১ দশমিক ৫ লাখ টন বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। নদীতীর দখলের অভিযোগে বিভিন্ন জনের থেকে ৩৮ লাখ ৩৬ হাজার ৪০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ২০১৯ সাল থেকে এপর্যন্ত তীরভূমি দখল করে রাখা পণ্য নিলামের মাধ্যমে ১৮ কোটি ৭২ লাখ ৪৮ হাজার টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সরকরা মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভি, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরনসহ সংশ্লিষ্টরা ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/সিরাজ/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৯৪১

**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছয় দিনব্যাপী ‘ভিজিট বাংলাদেশ ২০২২’ শুরু**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

‘ভিজিট বাংলাদেশ’ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত আয়োজন। এর মাধ্যমে বিদেশি সাংবাদিক, গণমাধ্যম কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থসামাজিক অগ্রগতি ইত্যাদি সরাসরি দেখার সুযোগ করে দিতে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়। করোনা মহামারির কারণে ২০১৯ সালের পর এই প্রথম ‘ভিজিট বাংলাদেশ’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবারের ‘ভিজিট বাংলাদেশ ২০২২’ এ ১১টি দেশের ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশ নিচ্ছেন। দেশগুলো হলো; আলজেরিয়া, বাহরাইন, বুলগেরিয়া, কম্বোডিয়া, চীন, ওমান, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্পেন ও ভিয়েতনাম। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন আজ তাঁরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী উভয়েই ‘ভিজিট বাংলাদেশ ২০২২’-এ অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশে উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাঁরা অংশগ্রহণকারীদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি, স্বাধীন গণমাধ্যম, রোহিঙ্গা সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন ‘ভিজিট বাংলাদেশ ২০২২’ এ অংশ নেয়া সকলেই নিজ নিজ দেশে বাংলাদেশের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

ছয় দিনব্যাপী ‘ভিজিট বাংলাদেশ ২০২২’ অনুষ্ঠান চলাকালে বিদেশি অতিথিবৃন্দ ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শহিদ মিনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিদর্শন করবেন। তাঁরা টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এবং কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন। বিদেশি অতিথিগণ তথ্যমন্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ করবেন এবং একটি শিল্প পার্ক ঘুরে দেখবেন। এছাড়া অতিথিবৃন্দ আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন।

বিদেশি অতিথিবৃন্দ ‘ভিজিট বাংলাদেশ ২০২২’- এ আমন্ত্রণ জানাবার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশের চমৎকার আতিথেয়তার প্রশংসা করেন। আগামী ২০ ডিসেম্বর এবারের ভিজিট বাংলদেশ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে।

উল্লেখ্য, করোনা মহামারির কারণে ২০১৯ সালের পর এই প্রথম ‘ভিজিট বাংলাদেশ’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

#

মহসীন/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৯৪৫ঘণ্টা

Handout Number : 4940

**Day-long mobile Musical Performance of Mass Communication**

Dhaka, 15 December:

On the occasion of celebration of Great Victory Day, the Department of Mass Communication of the Ministry of Information and Broadcasting has organized a day-long mobile music performance in the capital tomorrow, Friday.

Under the programme, a truck carrying music artistes will perform patriotic song at important points and popular places of the city like National Press Club, TSC of Dhaka University, Shahbag Crossing, Farmgate, Dhanmondi No. 32, Mirpur, FDC Ghat, Tejgaon Satrastar Crossing, Kunipara, Begunbari, Merul Badda, Gulshan Police Plaza. The programme will conclude at Tejgaon Hatir Jheel. Another musical performance using a launch will also be held under the auspices of Dhaka District Information Office. The programme will start at Sadar Ghat in the morning. It will cover spots like Swashan Ghat, Postogola and Basila along the Buriganga.

The Department’s staff artistes, musicians, instrumentalists and guest artistes will participate in the musical concert. They will perform patriotic songs and songs based on our glorious liberation war.

The Director General of Department of Mass Communication Md Zasim Uddin will inaugurate the mobile musical event at the Information Building, the headquarters of Mass Communication, on Circuit House Road in the capital. The Publicity and Coordination Wing of the Directorate will have overall supervision. It may be noted that as part of the Victory Day celebrations, apart from the regular activities, the Department of Mass Communication will organize film exhibitions at the initiative of the District and Upazila Information Offices across the country.

#

Fahima Jahan/Siraj/Mosharaf/Abbas/2022/1730 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৯৩৯

 **মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে** **ভ্রাম্যমাণ সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

১৬ ডিসেম্বর মহান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তর আগামীকাল রাজধানীতে ট্রাকযোগে দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

কর্মসূচির আওতায় সংগীত শিল্পীদের বহনকারী একটি ট্রাক শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল স্থান- প্রেসক্লাব, টিএসসি, শাহবাগ মোড়, ফার্মগেট, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর, মিরপুর, এফডিসি ঘাট, তেজগাঁও সাতরাস্তার মোড়, কুনিপাড়া, বেগুনবাড়ি, মেরুল বাড্ডা, গুলশান পুলিশ প্লাজায় সংগীত পরিবেশন করবে। সন্ধ্যায় তেজগাঁও হাতির ঝিলে অনুষ্ঠিত হবে সমাপনী পর্ব। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিজস্ব সংগীতশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী এবং অতিথি শিল্পীবৃন্দ ভ্রাম্যমাণ সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। শিল্পীরা দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশন করবেন।

রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডে তথ্য ভবনে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর থেকে দিনব্যাপী এ ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন। অধিদপ্তরের প্রচার ও সমন্বয় শাখা সার্বিক তত্ত্বাবধান করবে।

উল্লেখ্য, বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও জেলা ও উপজেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করবে।

#

ফামিয়া/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৬৪৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৩৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৩৭৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৬ হাজার ৬০৬ জন।

#

কবীর/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৩৭

**কানাডায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালিত**

কানাডা (অটোয়া), ১৫ ডিসেম্বর :

কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন করা হয়। হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে এই দিবসটি পালন করা হয়।

‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ এবং অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান দিনটিকে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতির নিশ্চিত বিজয় আঁচ করতে পেরে পাক হানাদারবাহিনী দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে। পাক হানাদারবাহিনীর দোসর ও স্বাধীনতাবিরোধী, রাজাকার, আলবদর আলশামস বাহিনী পরিকল্পিতভাবে বহু বুদ্ধিজীবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। বাংলাদেশ যাতে আর কখনো মাথা তুলে দাড়াঁতে না পারে, সেটাই ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন কানাডা সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

আইয়ুব/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/শামীম/২০২২/১০৪০ ঘণ্টা

Handout Number : 4936

**Prime Minister’s Message on the great Victory Day**

Dhaka, 15 December:

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the great Victory Day :

“Today is the 16 December- our great Victory Day. This is one of the glorious days in the national life of Bangalees. Bangladesh has completed 51 years of her victory. Responding to the clarion call of the Greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangalee nation achieved ultimate victory on this day in 1971 after 23 years of intense political struggle and 9 months of blood-shedding War of Liberation.

I extend my heartiest greetings and congratulations to the countrymen on the occasion of the 51st anniversary of our great victory. I recall with deep gratitude Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I pay my tributes to four national leaders, three million martyrs, two hundred thousand dishonoured women of the War of Liberation and the greatest sons of the soil- the Freedom Fighters whose supreme sacrifices gifted us an independent-sovereign Bangladesh. I recall with gratitude those foreign states and friends who had extended their support during our Liberation War.

Under the undaunted leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib, the Bangalee nation got prepared for independence through Language Movement of 1948-'52, Education Movement of 1962, Six-point Demand of 1966, and Eleven-point Movement and Mass Upsurge of 1969. The Awami League secured an absolute majority in whole Pakistan in the general elections of 1970. However, Pakistanis did not allow the Bangalee nation to assume power. The Father of the Nation realized that the oppression, persecution and deprivation meted out to the Bangalee nation would not be ended without achieving independence. Accordingly, on the historic 7 March of 1971, he in front of a million of people at the then Race Course Maidan firmly pronounced, 'The struggle this time is a struggle for our emancipation, the struggle this time is a struggle for independence.' At the call of Bangabandhu Sheikh Mujib, country-wide non-cooperation movement began. Preparation for waging armed struggle also continued. On the fateful night of 25 March of 1971, the Pakistani occupation forces launched a brutal onslaught and committed genocide on the innocent and unarmed Bangalees. At the early hours of 26 March, Bangabandhu Sheikh Mujib declared independence of Bangladesh. Formal War of Independence started. The first government of the People's Republic of Bangladesh with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the President, Syed Nazrul Islam as the Vice- President and Tajuddin Ahmad as the Prime Minister was sworn-in on 17 April at the historic Mujibnagar and led the Liberation War. The valiant freedom fighters earned ultimate victory on 16 December by defeating Pakistani occupation forces and their local collaborators- Razakar, Al-Badr and Al-Sham.

In just three and a half years of his government, the Father of the Nation rebuilt the war-ravaged country. Destroyed roads, bridges, culverts, railways, ports were rebuilt to revive the economy. In just 10 months, our constitution was drafted on the basis of the spirit of Liberation War under his direction. In 1975, the GDP growth rate exceeded 9%. Bangabandhu Sheikh Mujib turned war-ravaged Bangladesh into a 'least developed' country.

While Bangabandhu Sheikh Mujib was advancing to build an exploitation-deprivation-free non-communal democratic 'Sonar Bangla' overcoming all obstacles, the anti-liberation forces brutally killed him along with most of his family members on 15 August 1975. After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujib, the development and progress of Bangladesh came to a halt. The politics of killing, coup and conspiracy started. The assassins and their accomplices promulgated the 'Indemnity Ordinance' to block the trial of this heinous murder in the history.

-2-

Getting the public mandate in 1996, Bangladesh Awami League formed the government after 21 years. After assuming the office, we took initiatives to establish Bangladesh as a dignified state in the comity of nations. Through the introduction of social safety-net programs, poor and marginalized people are brought under government allowances. We made the country self-sufficient in food production with special emphasis on agricultural production. The Ganges Water Sharing Treaty was signed with India in 1996. We signed the historic Peace Accord in 1997 with the aim of establishing peace in the Chittagong Hill Tracts. By repealing the 'Indemnity Ordinance', we started the trial of Bangabandhu Murder Case.

Forming governments for the three consecutive terms since 2009, Bangladesh Awami League has relentlessly been working for the last 14 years to improve the living standard of the people. We are implementing the unfinished tasks of the Father of the Nation. Today, Bangladesh is self-reliant in food production. We are now focusing on ensuring nutrition for the people. Our sovereign rights over a vast area in the Bay of Bengal have been established through the peaceful settlement of maritime disputes with Myanmar and India. The implementation of the Bangladesh-India Land Boundary Agreement has put an end to the protracted inhuman life of the enclave people. The nation has become free from stigma by executing the verdict of Bangabandhu murder case. The trial of four national leaders has been accomplished. The trial of war criminals continues and the verdicts are being executed.

We have formulated the Second Perspective Plan for 2021-2041 and are executing the 8th Five-Year Plan. We have started implementation of 100-year 'Delta Plan-2100' for the first time in the world. Today, the benefits of 'Digital Bangladesh' have been expanded from urban to remote rural level. The urban facilities are being delivered to every village. All landless-homeless people are being provided houses. No one of Bangladesh will be left homeless. A total of 100% people has been brought under electricity coverage. Per capita income increased to US$ 2,824 now from US$ 543 in 2005-06. We have made impressive progress in every sector of the country. Bangladesh is now a 'Role Model' in every field of socio-economic development, including agriculture, education, health, communication, information technology, industry, trade and commerce. Bangladesh has received the final approval of the United Nations to graduate from a least developed country to a dignified 'developing' nation.

Bangabandhu Sheikh Mujib elevated Bangladesh to a 'least developed' country, and we took the motherland to the row of a 'developing' state on the auspicious occasion of 'Mujib Year' and the Golden Jubilee of our victory. Everything we have achieved in the last 51 years since our Independence has been attained by the Father of the Nation and the Awami League. I firmly believe that if this trend of development continues, Bangladesh will be established as a hunger-poverty-free and developed- prosperous country by 2041 as dreamt by Bangabandhu Sheikh Mujib, InshaAllah.

The establishment of the nation-state 'Bangladesh' through the victory of the War of Liberation on 16 December 1971 was the greatest achievement of the Bangalee nation. To make this achievement meaningful, we have to know and let people know about the Greatest Hero of Independence Bangabandhu Sheikh Mujib and the War of Liberation. We will convey the spirit of the great Liberation War from generation to generation- let this be our pledge on this victory.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Parikshit/Dalia/Siraj/Shammi/Abbas/Masum/2022/1841 hours

Handout Number: 4935

**President's message on the great Victory** **Day**

Dhaka,15 December :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the great Victory Day :

“December 16th is our great Victory Day. On this day in 1971, we achieved our long-cherished victory after a long struggle and bloodshed war. On this joyous day. I extend my sincere felicitations and warm greetings to my fellow countrymen living in home and abroad.

I recall with profound respect the greatest Bangalee of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I pay my deep homage to the valiant freedom fighters who made supreme sacrifice in the War of Liberation for the cause of country's Independence. I remember with gratitude the four national leaders and the people of all walks of life, including the heroic freedom fighters, the organisers and supporters of the Liberation War, foreign friends, war-wounded individuals and members of the martyrs' families, who directly and indirectly contributed to our victory. The nation recalls their contributions with utmost respect.

Independence is the greatest achievement of the Bengali nation. It gives us a sovereign country, independent nationhood, a sacred constitution, our own map and a red-green flag. In its backdrop, there was a prolonged history of deprivation, sanguinary struggle and supreme sacrifice of our people. The dream journey of Independence started at the time of Language Movement in 1952 and subsequently, came into reality on 26 March in 1971 through the proclamation of Independence by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, overcoming various ups and downs and staging long movement and agitation. The final victory was achieved under Bangabandhu's leadership and guidance on 16 December in 1971 through a nine-month long armed war of liberation against Pakistani invading forces.

The aims of our independence were to attain political sovereignty as well as people's economic emancipation. Returning to the newly independent country after being freed from Pakistan's prison, the Father of the Nation started his journey for achieving economic self-sufficiency by rebuilding economy and infrastructure of the war-torn country, keeping the aims of Independence in mind. He called for an agricultural revolution and launched a movement against corruption, black marketeers, profiteers and looters. But the progress of democracy and development came to a halt after the brutal assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with his near and dear ones committed by a group of anti-liberation forces on August 15, 1975. Consequently, the autocratic and undemocratic government was emerged.

Overcoming various ups and downs, currently a democratic government has been established in the country. Imbued with the spirit and values of our Liberation War and Independence, the Government is making relentless efforts to materialise the unfinished tasks of Bangabandhu. With the successful implementation of Vision 2021 announced by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina Bangladesh has now become a Middle Income country. In continuation of this, Vision 2041 has been announced to turn Bangladesh into a developed and prosperous country. Despite various adversities, in recent years sustained economic growth is continuing as a result of various welfare programmes for mass people undertaken by the government. The country is advancing in every socio-economic index, including health, education, women's empowerment, The Padma Bridge, a unique milestone in the development of Bangladesh, has already been opened for traffic. Besides recently Hon'ble Prime Minister inaugurated another hundred bridges in a single day. As a result, the countries communication systems have been changed radically and the speed of economic activities have also increased. I hope that the ongoing work of several other mega projects will soon be completed and a new chapter will begin in the development history of Bangladesh. Similarly, work of mega projects like Payra Sea Port, Elevated Expressway, Rooppur Nuclear Power Plant is progressing rapidly. Prior to overcoming the affect of COVID-19 pandemic, the Russia-Ukraine crisis is causing global economic recession and spike in inflation. The government has taken comprehensive programs including taking cost-cutting measures and providing various incentives. I hope under the leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, we will be able to overcome the crisis, insha'Allah. All-out cooperation as well as a positive attitute of our people is imperative to take the ongoing development trend forward. Everyone should be vigilant so that political differences do not hinder our development process and social stability.

Our foreign policy is being exercised in accordance with the principle of "Friendship to all. malice towards none" as enunciated by the Father of the Nation. Bangladesh believes in world peace and harmony. Bangladesh has set a unique example of humanity in international arena by providing shelter to millions of forcibly displaced and tortured Rohingyas fled from Myanmar. We believe in a peaceful solution of the crisis. Our expatriate Bangladeshis are making a significant contribution to the national economy by sending their hard-earned remittances to the country. The nation acknowledges their contribution with gratitude. I hope that during this global recession and economic crisis, our expatriate brothers and sisters will continue to send foreign remittance and play a positive role in the country's development.

We shall have to give institutional shape to democracy in order to deliver the benefits of Independence at people's doorstep, which we attained through the sacrifice of millions of martyrs. The political parties will have to nurture the culture of mutual respect and of tolerance of others opinion. Let us contribute more from our respective positions in implementing the spirit and values of war of liberation and take the nation towards the path of development and prosperity. Let our country turn into 'Sonar Bangla (Golden Bengal) as dreamt of by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman - this is my expectation on the great Victory Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Parikshit/Dalia /Shammi/Shamim/2022/1230 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৩৪

**মহান বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫--ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর ‘মহান বিজয় দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

আজ ১৬ই ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতীয় জীবনের এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। আজ বিজয়ের ৫১ বছর পূর্তি হলো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এ দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি।

বিজয়ের এ মাসে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেইসব দেশ ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৪৮-’৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬'র ছয়-দফা, '৬৯'র এগারো দফা ও গণঅভ্যুত্থ্যানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। '৭০'র সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১-এর ২৫-এ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে। ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন।

জাতির পিতা মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। মাত্র ১০ মাসে তাঁর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু ‘স্বল্পোন্নত’ দেশের কাতারে নিয়ে যান।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে তাঁকে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা। শুরু হয় হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। ঘাতক এবং তাদের দোসররা ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে জারি করে ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'।

দীর্ঘ ২১ পর বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব, প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। পানির হিস্যা আদায়ে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করি। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে গত ১৪ বছর ধরে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা এখন পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বিশাল এলাকার ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়েছে। জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত রয়েছে এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সকল গৃহহীন-ভূমিহীনের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের একটি মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না। শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,৮২৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আমরা দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে ‘রোল মডেল'। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল ‘উন্নয়নশীল’ দেশে উন্নীত হওয়ার জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে ‘স্বল্পোন্নত’ দেশে উন্নীত করেন, আর আমরা মাতৃভূমিকে ‘উন্নয়নশীল' দেশের কাতারে নিয়ে গেছি। স্বাধীনতার পর বিগত ৫১ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা জাতির পিতা এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে, ইনশাল্লাহ ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা হলো বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সবাইকে জানতে ও জানাতে হবে । প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা পৌঁছে দিবো- বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

 **জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”**

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/শামীম/২০২২/১০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৩৩

**মহান বিজয়** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর ‘মহান বিজয় দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

‘‘১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা অর্জন করেছি কাঙ্ক্ষিত বিজয়। বিজয়ের আনন্দঘন এ দিনে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি একটি সার্বভৌম দেশ, স্বাধীন জাতিসত্তা, পবিত্র সংবিধান, নিজস্ব মানচিত্র ও লাল-সবুজ পতাকা। তবে এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ- বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ’৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্যস্বাধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লবের। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী, লুটেরাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে উন্নয়নের সেই অভিযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। রুদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথ। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের।

দেশে আজ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘রূপকল্প ২০২১’ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। ‘রূপকল্প ২০৪১’। সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে।

পাতা ০২

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নের অনন্য মাইলফলক পদ্মা সেতু ইতোমধ্যে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদিনে আরো একশত সেতু উদ্বোধন করেছেন। এর ফলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি বেড়েছে। আমি আশা করি, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেলসহ আরো কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কাজও খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে সূচিত হবে নতুন নতুন অধ্যায়। এছাড়া পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগাপ্রকল্পের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। করোনা মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে উঠার আগেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি দেখা দিচ্ছে। এ সংকট মোকাবিলায় সরকার সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ, বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা প্রদানসহ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা এ সংকটও কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ। এজন্য সকলের সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতভিন্নতা যাতে উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত না করে সেদিকে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’, জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা তাদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স দেশে প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। জাতি তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। আমি আশা করি, বিশ্বমন্দা ও অর্থনীতির এই ক্রান্তিকালে প্রবাসী ভাইবোনরা রেমিটেন্স প্রেরণ অব্যাহত রাখবেন এবং দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবেন।

লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তাই আসুন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরো বেশি অবদান রাখি, দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাই, গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ - মহান বিজয় দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিত/ডালিয়া/শাম্মী/শামীম/২০২২/১০৩০ঘণ্টা